খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 06 • Issue 3 • 15 March 2018 • Price Rs. 2.00 •

ঘরে — উপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাগৃহ উদ্বোধন

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের অনেকগুলি স্বপ্ন-প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ছিল উপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাগৃহ প্রস্তুত করা।

২০১৮ সালের ১৮ মার্চ রবিবার এই স্বপ্ন-উদ্যোগ সফল ভাবে রূপায়িত হল। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কক্ষটির নাম উপেন্দ্রনাথ দত্তের নামে উৎসর্গ করা হল।

সেই কবে, ব্রিটিশ দেশ ছাড়ার আগেই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৪৫-৬৫ তাঁর সময়কালে তিনি বিদ্যালয়ের নবতম অংশের নির্মাণকাজ থেকে ছাত্রদের পড়াশোনার মানোন্নতিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। তার স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও লাভ করেন তিনি। ইংরেজির এই শিক্ষক বাংলাও পড়িয়েছেন তৎকালীন রাজ্যপালকে। বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে তাঁর শিক্ষামনস্কতার জাল বাঙালি সমাজে বিস্তার করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। শাসনের ক্ষেত্রে স্কুল নির্বিশেষে স্কুল-পালানো ছাত্র পথেঘাটে ধরা পড়ার গল্প ছাত্রদের মুখে মুখে। উপেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবদন্তী পুরুষ। শিক্ষকসমাজের সামনে এক আদর্শ মূর্তি, তাঁর চলার পথ শিক্ষককুলের পাথেয়।

১৮ মার্চের ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় এই সভাগৃহের দরজা খুলে প্রথম প্রবেশ করলেন '৪৯ ব্যাচের সুভাষকুমার বোস, সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ড. দিলীপকুমার সিনহা '৫৩ এবং অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সহ সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী। একে একে প্রবেশ করলেন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক '৫৫-র প্রাক্তনী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সম্পাদক '৫৬-র শিবদাস গণ, প্রাক্তন সভাপতি '৫৮-র প্রবীর কুমার সেন, '৬১ ব্যাচের চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র, বিশিষ্ট মনোবিদ '৬৯ ব্যাচের ড. অমিত চক্রবর্তী, কবি সুকমল ঘোষ, সদ্য প্রাক্তন সম্পাদক '৮৫-রজত ঘোষ সহ বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তনীরা।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগপ্ত '৬৬, সম্পাদক শৌভিক কুমার ঘোষ '৯০ এবং কোষাধ্যক্ষ শান্তনু বসু '৮৭-র তত্ত্বধানে সভাগৃহ উদ্বোধন পর্ব সুন্দর ভাবে সমাধা হয় দিলীপকুমার সিংহের ভাষণের মধ্য দিয়ে।

বাইরে — উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা '১৮

১৮মার্চের দ্বিতীয় পর্ব স্মারক বক্তৃতা।

সভাগৃহ উন্মুক্ত হবার পর পরই সঞ্চালক ইন্দ্রনীল সরকারের '৯২ হাঁকে ডাকে সকলের হুঁশ ফেরে। সভাঘর ছেড়ে সবাই চললেন তখনই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, যেখানে সবুজ মাঠে, সবুজ আলোয়, সবুজ চেয়ারে বসে সবুজে অবগাহন। কৈশোরের সবুজ, প্রাক্তনীদের প্রৌঢ়ত্বেও বড়ো প্রাপ্তি। মঞ্চে অসীন হলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. অমিত চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা সিরিজের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এবং অনুষ্ঠানের মূল বক্তা অধ্যাপিকা রুশতী সেন।

সভাপতি এবং অতিথিদের উপহারসামগ্রী ও ফুলের সাজি দিয়ে বরণ করার আগে কবিতা পাঠ করেন প্রিয়াঙ্কা রায়। তারপর সদ্যপ্রয়াত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমাদের প্রাক্তনী সমীর চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে এক মিনিটের নীরবতা এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬ তাঁর শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে কিছু বলেন। মঞ্চে আসেন ও বক্তব্য বলেন সম্পাদক শৌভিক কুমার ঘোষ '৯০। উপেনবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অ্যালমনির উদ্যোগের কথা জ্ঞাপন করেন তিনি। আসেন আহ্বায়ক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫ এবং শিক্ষার সংকটের জন্য শিক্ষার পণ্যায়ন অর্থাৎ শিক্ষা কেনার ওপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ - এই ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন।

এরপর মান্যবর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের রূপরেখা বর্ণনা ক'রে রুশতী সেনকে বক্তব্য পেশের জন্য আহ্বান জানান। রুশতী সেন, যার ইতোমধ্যেই বক্তা হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়েছে বিদ্বজ্জন মহলে, তিনি তাঁর বক্তব্যে নিজেকে আবারও প্রমাণ করলেন। বাংলা মাধ্যম থেকে যে বিরাট ব্যক্তিত্বরা আগে এবং আজ শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে শাসন করেছেন সেসব দৃষ্টান্ত তুলে বলেন, কোনো প্রভেদ নেই বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর মধ্যে, ভ্রান্তি আছে আমাদের সিলেবাস পদ্ধতিতে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা'কে যদি বাচ্চাকে প্রশ্নোত্তরের জন্য

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ...

এই সংখ্যাটি শ্রী দেবনারায়ণ গোস্বামী ('৮১) -এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রথম পৃষ্ঠার পর ...

মুখস্থ করতে হয় তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতেই রুশতী যে কোনো আলোচনাকে গতিশীল করে তোলেন।

সভাপতি অমিত চক্রবর্তী মনের মানুষ। মনের কারখানায় আলো ফেলে বলেন, যে সব অভিভাবকরা ইংরেজিতে কমজোরি তাদেরই ধারণা সন্তান ইংরেজিমাধ্যমে না পড়লে ইংরেজি শিখতে পারবে না। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। নানান প্রশ্নের জবাব অমিত চক্রবর্তী এবং রুশতী সেন দিতে থাকেন দুই আঙ্গিক থেকে।

সভার শেষ ঘোষণা করেন উপেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা উপসমিতির সদস্য রজত ঘোষ '৮৫।

সভাগৃহ উদ্বোধন এবং স্মারক বক্তৃতা - উভয় অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মঞ্জুরী গুপ্ত এবং ড. সুশীল বশিষ্ঠ।

পরিশেষে, উপেন্দ্রনাথ দত্ত মশাইয়ের পরিবারের অর্থানুকূল্যে এই দুই অনুষ্ঠানের আয়োজন, কিন্তু শারীরিক কারণে তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী সরোজ দত্ত মশাই এবং অন্যান্য অসুবিধার কারণে উপেনবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের পরিবার থেকেও কেউ আসতে পারেননি। তাঁরা উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠান স্বয়ংসম্পূর্ণ হত।

WhatsApp-এ কানাকানি - ১৮ তারিখের অনুষ্ঠান

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় '৬৪ *(বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকও)*- আন্তরিক অভিনন্দন! তোমাদের সকলকে, বিশেষত সম্পাদক শৌভিক, আহ্বায়ক সন্দীপ এবং সভাপতি সুধীরঞ্জনকে। আজকের অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল, কারণ well-organised,well- managed and well-motivated too!

The organizers could well invite a good standard of intellectual audience! Hence the Question-Answer Session was evidently well-vibrant! It must have been quite exploring! Huge active participation mut have widened the live issue! Solution of the main problem is not easy. as social environment is the victim of the problem presently, as it is the result of the remote past containg a few decades, when school syllabus was not properly designed! The then students became victims of some silly experiments and mechanical learning! Naturally, language- learning was most badly affected! The victims paid the penalty 3 or 4 decades hence!

Thanks to Shantanu and Asit saha & Nabarun as well, who attended the seminar and actively shared the interactions!

Thanks to Debapratim as well for acitive participation in the Question -Answer phase!

দেবপ্রতিম ভট্টাচার্য '৮৫ - প্রশ্ন-উত্তর পর্বে আমি প্রশ্নও করেছিলাম। রুশতী সেন সুন্দর বাচনভঙ্গি আর সাবলীল সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বক্তব্য রাখলেন কিন্তু বিষয়ের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ কী করে মোকাবিলা করবে বাংলা মাধ্যম তার কোনো পরিষ্কার দিশা পাওয়া গেল না। বাংলা মাধ্যম স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ইংরেজি না পড়ানোর প্রায় চার দশকীয় পুরনো সিদ্ধান্ত (তা ভুল বা ঠিক যাই হয়ে থাক), এর ফলে পরবর্তী দুই-তিন প্রজন্মের শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা প্রচুর হল কিন্তু সেখান থেকে মুক্তির পথ দেখানোর বিষয়টানি য়েে তমনত ালোচনাহ লন া,ম জাহ লত ালোচনার বিষয়বস্তুতে বাংলা মাধ্যমের স্কুলে এই সমস্যার অস্তিত্ব আছে কিনা এই বিষয়ে কোন সংশয় প্রকাশ করা হয়নি। আবার একথাও বলা হয়নি যে সমস্যার কারণগুলির পর্যালোচনা হবে। তাই আলোচনা হয়তো মনোগ্রাহী হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিধিসীমার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে।

অসিত সাহা '৯০ - অনেকদিন পরে আজ সন্ধ্যায় স্কুলে গেলাম। এখন মাঠটা ঘাসে প্রায় ঢাকা। কয়েক জনের মতো আমিও ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। অনুভূতি অবর্ণনীয়। বলে এলাম ... আবার আসব ফিরে ... আমার শৈশব-সদ্য কৈশোরের ধারণভূমিতে। পুরাতনী নামে নাই বা হল। আমি শৈশব নিয়েই তোমার কাছে আসব।

উপরে : ১৮ মার্চ জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ঘর উপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাঘর উন্মুক্ত হল। নীচে: স্মারক বক্তৃতার ছবি।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

যুক্তিপ্রবাহ যদিও সবই শল্যকে 'হয়জ্ঞানী' হওয়ার পথেই নিয়ে চলেছে, তবু আপন ভাগ্নেদের পক্ষ ছেড়ে কুরুক্ষেত্রে শল্যর এক সারথিপুত্রের সারথি হওয়াটাতে খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও দুর্যোধনের প্ররোচনায় দিব্যি কৌরব পক্ষের হয়ে তাঁর লড়ে যাওয়াটাকে। দেখা যাচ্ছে, কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েও শল্য যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের আগে কথা দিচ্ছেন যে তিনি পাণ্ডবদের প্রতিই বেশি সহানুভূতিশীল; তাই তিনি কর্ণের সারথি হয়ে কর্ণকেই উল্টে স্লেজিং করা শুরু করেন! অতিরথ যোদ্ধা এবং তৎসহ মদ্রাধিপতি হয়েও তিনি প্রথমে সারথি হলেন কর্ণের তারপর মাত্র একদিনের সেনাপতিহয়ে (অষ্টদশ দিবস) যুধিষ্ঠির-এর মতো কম খ্যাত যোদ্ধার হাতে নেহাতই মামুলিভাবে প্রাণ হারালেন। দ্রোণ পর্বের যুদ্ধে শল্য চক্রব্যুহ সজ্জার সপ্তরথীর একজন ছিলেন; এই পর্যায়েও তরুণ অভিমন্যুর পরাক্রমে তাঁর একবার চৈতন্যলোপ পেয়েছিল।

এ কেমন মানুষ তবে শল্য? তাঁর ব্যক্তিত্বে কোথাও যেন একটা পরিশীলদের অভাব, কখনো সুবিধাবাদ আবার কখনো উদাসীন্য দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কম লেখা-পড়া জানা লোভের হঠাৎ করে উঁচুপদ পেয়ে পদে পদে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ার মতো অবস্থা!

শল্য যে খুব উঁচুদরের যোদ্ধা ছিলেন এমন প্রমাণ অন্ততঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ perfermence থেকে মেলে না। মাত্র একদিনের সেনাপতিত্বেই তাঁর পতন হয় যুধিষ্ঠির-এর মতো খ্যাতিহীন যোদ্ধার হাত। এই একই সময়, সহদেব শল্যর ছেলেকে হত্যা করেন যুদ্ধে। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, দ্রৌপদীর সয়ম্বরে ভীম ও চক্রব্যুহ্যে অভিমন্যুকে তাঁকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

মানুষ শল্যরও তেমন responsible ব্যক্তিত্বঘন চরিত্র হিসাবে কোথাও উঠে আসে না মহাভারতের আখ্যান কাব্যে। মাদ্রীর যমজ সন্তানের জন্মের পর, বা মাদ্রীর পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণকালে তাঁকে একমাত্র বোনের খোঁজখবর করতে একবারও দেখা যায়নি। দ্যূতসভায় তিনি উপস্থিত থাকলেও আপন দুই ভাগ্নার লাঞ্ছনায় (এমন কী নকুল-সহদেবেরও স্ত্রী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়) তাঁকে নিরুচ্চারই থাকতে দেখা যায়। তাঁর কৌরব পক্ষে যোগদানে নকুল-সহদেবের মধ্যে কোনো repercation চোখে পড়ে না। এমন কী মামাতো ভাইকে হত্যা করতে (কৌরবপক্ষীয় বলে) সহদেবেরও হাত কাঁপেনি। একমাত্র যুধিষ্ঠির-এর রাজসূয় যজ্ঞকালে নকুল তার মামার রাজ্যে গিয়ে মামার বশ্যতা নিজের পক্ষে নিয়ে এসেছিল — একটুকুই।

শল্যর কৌরব পক্ষে ঝুঁকে পড়ার ক্ষেত্রে একটা অনুমান সাপেক্ষ কারণ কল্পনা না করে পারছিনা। মহাভারতের কবি নাম চয়নের ক্ষেত্রে 'শকুনি', তৎপুত্র 'উলূক'-এর সঙ্গে বেশ মিলিয়েই 'শল্য' নামটি রেখেছেন (বা ওই নামই জীবিত মূল চরিত্রেরই ছিল)। 'শল্য' শব্দের একটি অর্থ হয় শজারু। আবার 'শল্যক' (শল্য/শূল কাছে যার) শব্দের অর্থ 'গণ্ডার' ও হয়। সেই শল্যর ভাগ্নে আবার নকুল (যার অর্থ 'বেজি')। এখন গান্ধার আর মদ্রদেশ কাছাকাছি বলেই কী (দুটোই অধুনা আফগানিস্তানের মধ্যে পড়ে) মামা শকুনি আর মামা শল্য হতোটা কৌরব পক্ষের কাছাকাছি চলে এলেন? খুব হীনবল যুক্তি হলেও একেবারে এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের এই পশুবৎ নামকরণের পিছনে কী সেই সময়ের বর্হিভারতের কোনো সংস্কৃতি কাজ করেছিল? মনে হয় না। 'শকুনি' এবং তাঁর ছেলের নাম উলূক হওয়ার মাধ্যমে শকুনির চরিত্রের খল দিকটাই প্রতিভাত করার চেষ্টাই যেন বেশী চোখে পড়ে। তেমনই 'শল্য' নামকরণের মধ্যে যেমন লোকটিকে কৌরবপক্ষীর হওয়ার negative একটা attitude নিঃশব্দে সংযোজিত করা যায়, তেমনই এই 'শল্য' বা 'শূনন' অর্থে তীর বা বল্লমের তীক্ষ্ণাগ্র ফলা নির্দেশিত হয়, মরুভূমির যাযাবররা এমনই ঘোড়ার পিঠ থেকেই বর্শা ছুঁড়ে পশু শিকার করত সেই সময়। শল্য যে এমনই শূল বা বর্শা ছোঁড়ায় expert ছিলেন। অষ্টাদশ দিবসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভল্ল যুদ্ধে সেটা অস্পষ্টভাবে হলেও উঠে আসে। তাছাড়া শল্যর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীম বা অর্জুনের মতো ঘোষিত worriorদের বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো যোদ্ধাকে কৃষ্ণ কর্তৃক আহ্বানের কারণও সম্ভবত, যুধিষ্ঠির ভল্লযুদ্ধটা মোটামুটি অন্যান্য অস্ত্রের থেকে ভালো পারতেন। কুরুবালকদের অস্ত্র পরীক্ষার প্রদর্শনীর সময় (যখন কর্ণের প্রথম আবির্ভাব হল) যুধিষ্ঠির কুরুবৃদ্ধদের সামনে এমনই বর্শা ছোঁড়ার কসরৎই দেখিয়েছিলেন বলেই মনে পড়ে। (ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.